দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ JAN 1 8 2000
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

23

বেসরকারী কলেজে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে

বেসরকারী কলেজে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ডোনেশন প্রদান একটি নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্তমানে চাকুরী লাভের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। এহেন অবস্থায় অনেক মেধাবী তরুণ-তরুণী বেসরকারী কলেজের দিকে আগাইয়া আসিতেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে তদবির তো আছেই, উপরন্তু মোটা অংকের অর্থ ডোনেশন হিসাবে প্রদান করিয়া নিয়োগ লাভ করিতে হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ পরিবার নিম্ন মধ্যবিত্ত। একটি সন্তানের শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করাইতে অভিভাবকদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে হয়। ইহার পর চাকুরীর সময়ে এক লক্ষ সোয়া লক্ষ টাকা জোগাড় করিতে জমি-জমা বিক্রয় করিয়া সর্বস্বান্ত হইতে হয়। অর্থাৎ এইভাবে একটি পরিবারকে পঙ্গু করিয়া দেওয়া হয় বলিলেও বেশী বলা হয় না। তবু চাকুরীর এই দুষ্প্রাপ্যতার কালে এহেন অবস্থা মানিয়া লইতে হইতেছে। বিষয়টি নিঃসন্দেহে অমানবিক। এমতাবস্থায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট

পত্রপ্রেরক

অনেকেই পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ছাড়া
প্রকাশযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও অনেক চিঠি
ও ঠিকানা দেওয়ার জন্য পত্রলেখকদের
প্রকাশে অনিচ্ছুক হইলে তাহা লেখার প
প্রেরিত পত্র কাগজের এক পৃষ্ঠায়, পর্যাপ্ত
সাধু ভাষায় লিখিতে হইবে। প্রয়োজনে

বিনীত আবেদন এই যে, অতিসত্বর একটি স্বতন্ত্র পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করিয়া প্রকৃত মেধাবী তরুণ-তরুণীদের বেসরকারী কলেজগুলিতে নিয়োগদান এবং ডোনেশন নামক কাল প্রথার বিলোপ সাধন করা হউক।

মোঃ রেজাউল করিম সোহেল,
বিভাগীয় প্রধান, অর্থনীতি বিভাগ,
হাজী জসীম উদ্দীন কলেজ,
দুবলিয়া, পাবনা।